প্রথম আলো

তারিখ 9 JUN 2010
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় ৩৪ শিক্ষার্থীকে শাস্তি

সিন্ডিকেটের সভা, ক্লাস শুরু ১৩ জুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা ●

ক্যাম্পাসে ভাঙচুরের ঘটনায় দুই মাস সাত দিন বন্ধ থাকার পর ১৩ জুন রোববার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হবে। আবাসিক হলগুলো খুলে দেওয়া হবে শনিবার সকাল সাতটায়। উপাচার্য মো. সাইফুদ্দিন শাহের সভাপতিত্বে গত সোমবার সিন্ডিকেটের ১৪৩তম সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া চার শিক্ষার্থীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারসহ ৩৪ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি ও জরিমানা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক ও শৃঙ্খলা বোর্ডের সদস্য সচিব মোল্লা মোহাম্মদ শফিকুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

৫ এপ্রিল রাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ভাঙচুরের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষার্থীকে স্থায়ীভাবে ও সাতজনকে দুই বছরের জন্য ও ১৫ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। ১৩ জনকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার ও ১২ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং ১০ জনকে শুধু ১২ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। কারণ দর্শানো চিঠির সন্তোষজনক জবাব দেওয়ায় আটজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের গোলাম ফারুক, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা (ইউআরপি) ডিসিপ্লিনের আবির আহমেদ তালুকদার, ব্যবসায় প্রশাসন (বিএ) ডিসিপ্লিনের সাইফুল ইসলাম ও স্থাপত্যর জাকারিয়া জুবের।

দুই বছরের জন্য বহিষ্কার হয়েছেন ইউআরপি ডিসিপ্লিনের প্রীতম কুমার সাহা, ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) ডিসিপ্লিনের আবদুল্লাহ আল মাসুদ, রোকনুজ্জামান, কাওছার পারভেজ, ইংরেজি ডিসিপ্লিনের আতিকুর রহমান, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (বিজিই) ছাত্র সুমন কুমার সরকার ও সমাজবিজ্ঞানের উম্মে উমামা। এ ঘটনায় উম্মে উমামা তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি এ ঘটনায় কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে সাজা দেওয়া হয়েছে, তা উদ্দেশ্যমূলক ও ভিত্তিহীন। এর আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির কাছে এবং কারণ দর্শানো চিঠিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত না থাকার লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য দিয়েছেন। এর পরও তাঁকে অন্যায়ভাবে একতরফা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হলে প্রবেশের সময় শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র, লাইব্রেরি কার্ড ও মেডিকেল কার্ড অবশ্যই দেখাতে হবে। বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা বিনা অনুমতিতে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবেন না। বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের আগামী ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানার টাকা জমা দিতে হবে। তাঁরা শাস্তির বিরুদ্ধে একাডেমিক কাউন্সিলে আপিল করতে পারবেন। ৫ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে ক্যাম্পাসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষ পরদিন সকাল সাতটা থেকে শিক্ষার্থীদের হলত্যাগের নির্দেশ দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।